...নিক সংবাদ

তারিখ .... পৃষ্ঠা .... কলাম ....

বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০শে অক্টোবরের আগে খোলার সম্ভাবনা নেই

বশীর আহমাদ ও ইশতিয়াক হুসাইন ॥ ২০শে অক্টোবরের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সম্ভাবনা নেই। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আ.ফ.ম ইউসুফ হায়দারের সঙ্গে বিএনপিপন্থী সাদা দলের শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব এবং সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত বুধবার রাতে সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভায় বাতিল করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তের ফলে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের 'মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া।'

শামসুন্নাহার হলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ৮ই সেপ্টেম্বর হলগুলো খুলে দেয়া এবং ১২ই সেপ্টেম্বর ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে শিক্ষকসহ বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সাদা দলের শিক্ষকদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে কোন আলোচনা করেননি বলে সাদা দলের অনেক শিক্ষকের অভিযোগ। এ পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার অধ্যাপক আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে সাদা দলের শিক্ষকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এ সভায় কয়েকজন শিক্ষক বলেন, ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য কি নীল দলের শিক্ষকদের নিয়ে প্রশাসন চালাতে চান? বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেন সাদা দলের কয়েকজন শীর্ষ নেতা। এ মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুললে বুয়েটের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, যা সরকারের জন্য

ঢা.বি ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

ঢা.বি ঃ খোলার সম্ভাবনা নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিব্রতকর হবে বলে সাদা দলের একাংশ সরকারের উচ্চপর্যায়ে জানান। এছাড়া বর্তমান ছাত্রদলের কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। কমিটি ঘোষিত হওয়ার পর ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকাশ্য রূপ নিতে পারে বলে সরকারি মহলে আশঙ্কা রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সরকার চাইছে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলুক। সরকারের এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন এবং সাদা দলের শিক্ষকদের খুশি করতেই. বুধবার রাতে সিন্ডিকেটের জরুরি সভা ডাকা হয় বলে একাধিক সিন্ডিকেট সদস্য অভিযোগ করেছেন। তাদের এ অভিযোগের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক সিন্ডিকেট সদস্য জানান, বুধবার রাতের সিন্ডিকেট বৈঠকে স্বরাষ্ট্র সচিবের উপস্থিতি এবং তার বক্তব্যই বড় প্রমাণ। গত ১০ বছরের মধ্যে এই প্রথম কোন স্বরাষ্ট্র সচিব সিন্ডিকেট বৈঠকে যোগ দিলেন। উল্লেখ্য, আইনগতভাবে স্বরাষ্ট্র সচিবের সিন্ডিকেট বৈঠকে যোগ দিতে কোন বাধা নেই।

বুধবার রাতের সিন্ডিকেটের জরুরি বৈঠক সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, বুধবার দুপুর ১২টায় আমরা সিন্ডিকেটের জরুরি বৈঠকের চিঠি পাই। চিঠিতে কোন এজেন্ডা ছিল না। রাতে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের বৈঠক শুরু হলে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বর্তমান পরিস্থিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুকূলে নয় বলে মন্তব্য করেন। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বলেন, ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে গুলি পাওয়া গেছে এবং গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট রয়েছে, এ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হলে যেকোন মুহূর্তে অঘটন ঘটতে পারে। তাই ৮ তারিখ হল খোলার এবং ১২ তারিখ ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। এ সময় কয়েকজন সিন্ডিকেট সদস্য আপত্তি করেন। তারা বলেন, সিন্ডিকেটে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা ৬ মাসের মধ্যে রিভিউ করা যায় না। সিন্ডিকেট বৈঠকে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট মাত্র কয়েকদিন হলো সরকার হাতে পেয়েছে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে কিছুদিন সময় লাগবে। এজন্য সরকার আরও কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার পক্ষে। স্বরাষ্ট্র সচিবের এ বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এখানে সরকারি হস্তক্ষেপ অবৈধ। তিনি স্বরাষ্ট্র সচিবকে প্রশ্ন করে বলেন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির সুপারিশ পূর্ণাঙ্গভাবে সরকার বাস্তবায়ন করবে আপনি কি তার নিশ্চয়তা দিতে পারেন? এর জবাবে স্বরাষ্ট্র সচিব কোন উত্তর দিতে পারেননি। সিন্ডিকেট বৈঠকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বলেন, আপনারা আমাকে বাঁচান। আমার ওপর চাপ রয়েছে। আমি সরকারের উচ্চপর্যায়ে আলাপ করেছি। সরকার চাচ্ছে না, এ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে একটি নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত বাতিল প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে একটি পত্রিকার খবরকে উদ্ধৃত করে বলেন, গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে রয়েছে, অঘটন ঘটতে পারে। এছাড়া ফজিলাতুন্নেছা হলে গুলি পাওয়া গেছে। এ পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নিতে পারি না। কবে নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে তা কর্তৃপক্ষ বলতে পারছেন না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে চলতি মাসে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এদিকে অক্টোবর মাসের ৮ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত শরৎকালীন এবং পূজার ছুটি। অর্থাৎ ২০শে অক্টোবরের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।